দৈনিক সংবাদ

তারিখ 0 8 SEP 1988
পৃষ্ঠা ৬ কলাম 3

155

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমীপে একটি ফরিয়াদ

বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রকৌশলী শিক্ষকদের কোন বেতন স্কেল নেই। আমাদেরকে উচ্চ মাধ্যমিকের সমমান ধরে কাউকে ৩০০ টাকা আবার কাউকে ৩৭০ টাকার পুরাতন স্কেলে বেতন প্রদান করা হয়ে থাকে। অথচ সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ক্যাডেট কলেজের এ সমস্ত শিক্ষককে সিনিয়র শিক্ষক হিসাবে ধরা হয় এবং তাদেরকে ৬২৫ টাকার (পুরাতন) স্কেলে বেতন প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে অন্য শিক্ষকদের ক্ষেত্রে সরকারী-বেসরকারীর মধ্যে বেতন স্কেল পার্থক্য নেই। উভয়ক্ষেত্রেই বেতন স্কেল একই। পার্থক্য শুধুমাত্র আমাদের বেলায়। কেন এই বৈষম্য?

ইতিপূর্বে আমরা আমাদের স্কেল পরিবর্তন করার জন্য ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ সমীপে বহু চেষ্টা-তদবীর করেছি। কর্তৃপক্ষও আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন; কিন্তু অদ্যাবধিও তার ফল লাভ হয়নি। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের ভাষ্য, "আপনাদের কোন স্কেল নেই", স্কেল করার চেষ্টা চলছে। হলে বাড়ী বসেই পাবেন।"--এই বলে আমাদের বিদায় করেন। কিন্তু স্কেল নামের সেই সোনার হরিণ লাভ আর ঘটেনি।

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমীপে আমাদের সবিনয় নিবেদন—অনুগ্রহ করে অনতিবিলম্বে আমাদেরকে সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মত সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে গণ্য করে সিনিয়র বেতন স্কেল প্রদান করে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন।

—মহঃ মনোয়ার হোসেন,
সহকারী শিক্ষক, খোকসা-জানিপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, ডাকঘর-জানিপুর, জেলাঃ কুষ্টিয়া।